দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 24 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সহকারী শিক্ষক পদ থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন সংগঠনের সভাপতি শাহিনুর আল আমীন।

তিনি বলেন, সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছেন। কিন্তু শিক্ষকদের সম্মান ও আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি কখনই বিবেচনা করা হয়নি। তারা বারবার উপেক্ষিতই থেকেছেন।

শতকরা ১৫ শতাংশ শিক্ষক তাদের কর্মজীবনে পদোন্নতি পান উল্লেখ করে তিনি বলেন, একজন সহকারী শিক্ষক যে পদে নিয়োগ পান, সে পদ থেকেই অবসর নিতে হয়। কারণ এ পেশায় পদোন্নতির সুযোগ খুব কম। এ কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ পেশায় আসতে চায় না।

সরকারি শিক্ষকরা ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন দাবি করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতনের পার্থক্য ছিল এক ধাপ। ২০০৬ সালে এর পার্থক্য হলো ২ ধাপ। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বেতন কাঠামোতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের বেতনের পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে ৩ ধাপ। অষ্টম পে স্কেলেও সহকারী শিক্ষকদের বেতন পার্থক্য একই। সংবাদ সম্মেলন থেকে নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনার জন্য দায়ী সাংসদ সেলিম ওসমানের সংসদ পদ বাতিলের দাবি জানানো হয়।